POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 40

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2 Oct, 2025 9 রবিউল সানি 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সফরকালে বিলম্বে নামায জমা করা

১০৯১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখেছি, যখন সফরে তিনি শীঘ্রই যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন তিনি মগরিব ও এশার নামাযে দেরি করতেন এবং উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন। সালিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) ও এমনটাই করতেন, যখন তারা শীঘ্র সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন।

আঁ হযরত (সা.) ফরজ নামাযের জন্য বাহন থেকে নেমে যেতেন।

১০৯৭) হযরত আমির বিন রাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখেছেন, উটের উপর নফল নামায পড়তে। তিনি (রুকু ও সিজদা) মাথার ইঙ্গিতে করছিলেন। তাঁর অভিমুখ সেদিকেই ছিল যেদিকে উট হেঁটে চলেছিল। রসুলুল্লাহ (সা.) ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে এমনটা করতেন না।

মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন- 'তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের উরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।'

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

"অনেক বেশি ইসতেগফার কর। এরফলে পাপেরও ক্ষমা লাভ হয়, অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা সন্তানও দান করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

ইসতেগফার ও বিশ্বাস

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, হুযুর আমার জন্য দোয়া করুন, আমার যেন সন্তান হয়। হুযুর (আ.) বললেন-

"অনেক বেশি ইসতেগফার কর। এরফলে পাপেরও ক্ষমা লাভ হয়, অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা সন্তানও দান করেন। মনে রেখো! বিশ্বাস অনেক বড় বস্তু। যে ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে, খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন। "

* এক পরীক্ষার্থীর জন্য দোয়ার আবেদন করা হয়। তিনি বলেন- "দোয়া তো করা হয়, কিন্তু অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য অন্য কোন নেয়ামত রেখে দেন। আক্ষরিক অর্থে দোয়া কবুল হতে দেখা যায় না, এর মধ্যে এক পরীক্ষা থাকে।বিশেষত সেই সব মানুষদের জন্য যারা বাহ্যত পুণ্যবান বলে মনে হয়,কেননা তারা মনে করে, আমরা তো পুণ্যবান ছিলাম, আমাদের উপর কেন বিপদ নেমে এল?"

খোদা তা'লার উপর আস্থা

হুযুর (আ.) বলেন: খোদার প্রতি আমার এতটাই আস্থা রয়েছে যে, আমি নিজের জন্য দোয়াও করি না। কেননা তিনি আমার বিষয়ে সম্যক অবগত। হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে যখন কাফেররা আগুনে নিক্ষেপ করেছিল,তখন ফিরিশতারা এসে হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে জিজ্ঞাসা করল-আপনার কি কোন চাহিদা আছে? হযরত ইব্রাহিম (আ.) বললেন- بَلٰى وَلٰكِنْ اِلَيْكُمْ لَا হ্যাঁ, চাহিদা রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। ফিরিশতাগণ বললেন, তবে খোদার নিকট দোয়া কর। হযরত ইব্রাহিম (আ.) বললেন- عِلْمُهٗ مِنْ حَالِيْ حَسْبِيْ مِنْ سُوَالِيْ তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে এমনভাবে অবগত যে, আমার যাচনা করার প্রয়োজন নেই।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯১)

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ বলতে কেবল অর্থকড়ির কথায় বোঝানো হয় নি যে কিছু অর্থ খোদার পথে দান করে মানুষ নিজেকে কর্তব্যমুক্ত বলে মনে করতে পারে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

এখানে مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ বলতে কেবল অর্থকড়ির কথায় বোঝানো হয় নি যে কিছু অর্থ খোদার পথে দান করে মানুষ নিজেকে কর্তব্যমুক্ত বলে মনে করতে পারে। বরং مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতে তার চোখ, কান, মস্তিষ্ক,নাক এবং হাত-পা ও সমগ্র দেহ অন্তর্ভুক্ত। مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতে ঘরবাড়িও এর অন্তর্ভুক্ত। যে অন্ন সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেটাও। কৃষকের উৎপাদন করা মূলো, গাজর ইত্যাদি শাকসব্জিও এর মধ্যে পড়ে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থ ব্যয় করে কোন ব্যক্তি আর্থিক কুরবানীকারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। কিন্তু শরিয়ত কেবল আর্থিক কুরবানী করার আদেশ করে নি। বরং শরিয়ত আদেশ করে, আমরা তোমাকে যা কিছু দিয়েছি তার একটা অংশ তোমরা খোদা ত'লার পথে ব্যয় কর। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি নিজের যাবতীয় সম্পত্তিও চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়,কিন্তু তার চোখগুলি খোদা তা'লার বান্দাদের সেবায় অংশ না নেয়, তার হাত-প খোদা তা'লার সেবায় অংশ না নেয়,তবে সে এমন দাবি করতে পারবে না যে, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান আমার কর্তব্য পালন করেছি। এটা তর্ক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে, কিন্তু সেটাকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়া যাবে না। ধর্মের দাবি পূর্ণ করতে হলে সমগ্র শরীরকে খোদা তা'লার বান্দার সেবায় নিয়োজিত করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত মানুষ খোদা তা'লার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তিনি মানুষদের বলবেন, হে আমার বান্দারা! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দিয়েছ। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তোমরা আমাকে পানি দিয়েছ। আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছ। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার শুশ্রুষা করেছ। অতএব, যাও, আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। সেই বান্দারা বলবে। সেই বান্দারা বলবে, তওবা তওবা। তুমি আমাদের কি সাধ্যি ছিল যে, আমরা তোমাকে আহার দান করতাম বা পানি করাতাম বা বস্ত্র দান করতাম বা তোমার শুশ্রুষা করতাম। তুমি এই সব কিছু থেকে পবিত্র। তিনি বলবেন, একথা সঠিক। কিন্তু যখন আমার নগণ্য বান্দা তোমাদের কাছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসেছিল, তখন তোমরা তাকে আহার দিয়েছিলে, যার অর্থ আমাকেই আহার করানো। অনুরূপভাবে যখন আমার এক তুচ্ছ বান্দা তোমার কাছে পিপাসার্ত অবস্থায় এসেছিল, তুমি তাকে পানি পান করিয়েছে,পক্ষান্তরে সেটা আমাকেই পানি পান করানো। অনুরূপভাবে যখন আমার বস্ত্রহীন বান্দাকে তুমি বস্ত্রদান করেছিলে, তখন পক্ষান্তরে আমাকেই বস্ত্র দান করেছিলে।

(তফসীর কবীর, ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কুরআন করীমের এই শিক্ষানুসারে যদি কোথাও কোন উপাসনাগারে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আহমদীরা এর জন্য প্রথম সারিতে অবস্থান করবে। আমাদের নীতিবাক্য হল='ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নয় , বরং সকলের জন্য।

মসীহ্‌র খলীফা হিসেবে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদেরকে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য চিঠি লিখেছি। পোপকেও চিঠি লিখেছি। আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁর হাতে চিঠি দিয়ে এসেছিল। তাঁকে লিখেছিলাম যে, আপনি খৃষ্টানদের প্রধান নেতা, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময় সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি।

যদি প্রত্যেকটি ধর্ম নিজের খোদার দিকে আহ্বান করে এবং এর অনুসারীরা খোদার বাণীর উপর আমল করে তবে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি যে নিজের ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখে। ধর্মই মানুষকে খোদা তা'লার দিকে নিয়ে যায় এবং খোদার সঙ্গে মিলিত করে। এবং মানবতার সেবার তৌফিক দান করে। খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের কারণে, ধর্মের কারণে আপনি মানবতার সেবা করে থাকেন।

আমাদের কোন কর্মই যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। রসুল করীম (সা.) এর হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মানুষ নিরাপদ থাকে। তাই আমরা সকল আহমদী এই শিক্ষামালা অনুসারে চলার চেষ্টা করি।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জার্মানী সফর (২০১৩)

সাংবাদিক সম্মেলন

সম্মেলনের আয়োজক ডক্টর চার্লস ট্যানক হুযুর আনোয়ারের পরিচয় উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখন অন্যায় ও অত্যাচার করার শিক্ষা দেয় নি, আর কারো উপর প্রথমে আক্রমণ করারও শিক্ষা দেয় নি। যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কায় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে শুরু করল,তখন সাহাবাগণ ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং পরে আঁ হযরত (সা.) নিজেও এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সাহাবগণও মদিনায় হিজরত করেন। তাঁরা নিজে থেকে দেশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কারো উপর জুলুম করেন নি। কিন্তু যখন বিরোধীদের পক্ষ থেকে জুলুম মাত্রাছাড়া হল, তখন খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করলেন। কুরআন করীমের ২২ নম্বর সূরার ৪১-৪২ নম্বর আয়াতে এর অনুমতি দান করে বলেন- তোমাদেরকে এই কারণে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে এবং কেবল এই কারণে তাদের ঘর থেকে নিষ্কাশিত করা হয়েছে যে, তারা বলে আল্লাহ্ তা'লার প্রভু-প্রতিপালক। এছাড়াও এজন্যও এই অনুমতি দান করেছেন যে, এখন যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হত, তবে উপাসনাগারগুলি ধ্বংস করে ফেলা হত, গীর্জা, ইহুদীরে উপাসনাগার এবং মসজিদও ধ্বংস করে ফেলা হত, যেখানে অধিকহারে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত ধর্মের উপাসনাগারগুলির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের এই শিক্ষানুসারে যদি কোথাও কোন উপাসনাগারে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আহমদীরা এর জন্য প্রথম সারিতে অবস্থান করবে। আমাদের নীতিবাক্য হল='ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নয় , বরং সকলের জন্য।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, একটা ধর্ম কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকটি ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে। এক লক্ষেরও বেশি আম্বিয়া পৃথিবীতে এসেছেন। কুরআন করীম অনুসারে প্রত্যেক এলাকা ও জনপদে নবী এসেছেন। এই সকল আম্বিয়া খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। যেহেতু খোদা এক-অদ্বিতীয়,তাই সকলের বাণীও এক ছিল। সকলে এক-ই খোদার বাণী প্রচার করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন-যদি প্রত্যেকটি ধর্ম নিজের খোদার দিকে আহ্বান করে এবং এর অনুসারীরা খোদার বাণীর উপর আমল করে তবে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মাল্টা টেলিভিশন এর প্রতিনিধির একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। এক, মানবজাতিকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁর সঙ্গে নৈকট্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দুই প্রত্যেক ব্যক্তি যেন প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার প্রদান করে। যদি ন্যায় পরায়ণতার সাথে তাদের অধিকার প্রদান করা হয়, তবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মসীহ্‌র খলীফা হিসেবে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদেরকে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য চিঠি লিখেছি। পোপকেও চিঠি লিখেছি। আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁর হাতে চিঠি দিয়ে এসেছিল। তাঁকে লিখেছিলাম যে, আপনি খৃষ্টানদের প্রধান নেতা, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময় সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি।

এক নাইজেরিয়ান বিশপ এর প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সর্বত্রই শান্তি বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। সর্বত্রই প্রচার করছি, মুসলমানদেরকে এবং খৃষ্টানদেরকে বলছি যে,শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আপনি কখনও কোন নাইজেরিয়ান আহমদীকে অরাজকতা সৃষ্টি করতে কিম্বা অপরের অধিকার আত্মসাৎ করতে দেখবেন না। নাইজেরিয়ায় যে অরাজকতা চলছে জামাত আহমদীয়া তার নিন্দা করছে। কিছু কিছু স্থানে জামাতও এই সকল অরাজকতার শিকার হয়েছে। জামাত পত্রপত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমে এগুলির নিন্দা করেছে।

এক ফরাসি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন:

হুযুর আনোয়ার বলেন, দুই বছর পূর্বে আমি সাবেক পোপকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চেষ্টা করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। শান্তি প্রসারের কাজে আমরা হাতে হাত রেখে কাজ করব। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করা হয় আর পরাশক্তিগুলিকে যুদ্ধ থেকে বিরত না রাখা যায় তবে পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হবে। (এরপর ১১ পাতায়..)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন- প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর (সা.) অটল অবিচলতা এবং সাহসিকতার কোনো তুলনা নেই। যখন বড়ো বড়ো বীররাও পলায়নপর হতো, তখনো তিনি (সা.) সেখানে এক পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থেকেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রারম্ভিকভাবে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। এরপর শত্রুদের প্রবল আক্রমণে (মুসলমানদের) দিশেহারা অবস্থা হয় এবং সাময়িক পরাজয় হয়। কিন্তু অবশেষে মুসলমানরা অসাধারণ বিজয় অর্জন করে।

বারা বিন আযেব বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি (সা.) সাদা খচ্চরের ওপরে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেস সেটির লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর তিনি (সা.) এই বাক্য বলছিলেন-

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ আমি নবী- এতে কোনো মিথ্যা নেই, আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

খোদার কসম! যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করত তখন আমরা রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আশ্রয়ে চলে আসতাম; আর সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে সাহসী মনে করা হতো, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে থাকত।

হুনাইনের যুদ্ধের আলোকে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

আজ থেকে জার্মানির সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানে অংশগ্রহণকারী সকলের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জলসার উদ্দেশ্যাবলি পূরণের তৌফিক দান করেন এবং শুধু এক মেলা মনে করে যেন এখানে তারা সমবেত না হন; বরং এই দিনগুলোতে নিজেদের জ্ঞানগত, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্থায়ী অগ্রগতি করার জন্য অঙ্গীকার করুন, আর এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এই দিনগুলোতে বিশেষ করে যিকরে ইলাহী ও দোয়ার মাঝে সময় অতিবাহিত করুন।

জলসা সালানা জার্মানীতে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে উপদেশাবলী

পাকিস্তানে প্রতিদিন কোনো না কোনো কষ্টকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই বিরুদ্ধবাদীদের ধৃত করার ব্যবস্থা করুন।

ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন।

আজ এটি আমাদের আহমদীদেরই দায়িত্ব- যেসব স্থানে সাধ্যে কুলোয়, এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন সরব হয়, এবং বিশেষ করে দোয়া করে ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করে; আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এরূপ করার সামর্থ্য দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৯ আগস্ট, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২৯ জহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে আজও বিশদ আলোচনা করব।

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে রওয়ানা হবার সময় হযরত আত্তাব বিন আসীদ (রা.)-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি মক্কায় নিযুক্ত প্রথম গভর্নর ছিলেন। সে সময় হযরত আত্তাবের বয়স ছিল আনুমানিক বিশ বছর। মক্কার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-র ওপর অর্পণ করা হয়।

হযরত আত্তাবের পরিচয় হলো- তার পিতার নাম ছিল আসীদ বিন আবুল ঈস বিন উমাইয়া। পিতা-পুত্র উভয়ই কুরাইশ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিল এবং ইসলামের কঠোর বিরোধী ছিল। তার মায়ের নাম ছিল যয়নব। আত্তাবের পিতা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। ইসলামের প্রতি আত্তাবের বিদ্বেষের মাত্রা এমন ছিল যে, মক্কা বিজয়ের দিন যখন হযরত বেলাল (রা.) কা'বা শরীফে আযান দেন তখন আত্তাব তার সঙ্গীদের বলে, আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপা যে, আমার পিতা এ আযান শোনার পূর্বেই পৃথিবীথেকে বিদায় নিয়েছেন। যাহোক, এরপর মক্কা বিজয়ের দিন আত্তাব মুসলমান হয়ে যান। মহানবী (সা.) একবার স্বপ্নে আত্তাবের পিতা আসীদ বিন আবুল ঈসকে মুসলমান অবস্থায় মক্কার শাসক হিসেবে দেখতে পান। সে তোকাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। আর এখন মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার পুত্র হযরত আত্তাব (রা.)-র (ইসলাম গ্রহণের) মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এক বর্ণনানুযায়ী, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, আত্তাব জান্নাতের দরজার সামনে আসে এবং খুব জোরে দরজায় কড়া নাড়ে, অবশেষে দরজা খোলা হলে সে এতে প্রবেশ করে। অপর এক বর্ণনানুসারে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি স্বপ্নে আত্তাবের পিতা আসীদকে জান্নাতে দেখতে পাই, যে কাফির ছিল এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আমি ভাবতে থাকি, আসীদ কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে? মক্কা বিজয়ের দিন যখন আত্তাব বিন আসীদ সামনে আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি (স্বপ্নে) একেই জান্নাতে দেখেছি, তাকে আমার সামনে নিয়ে আসো। তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়, তিনি (সা.) তখন তাকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, হে আত্তাব! তুমি কি জানো আমি কাদের ওপর তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছি? আমি তোমাকে আহলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিবার-পরিজনের ওপর আমীর নিযুক্ত করেছি, তাই তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। মহানবী (সা.) তা কে একথা তিনবার বলেন।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু অবধি তিনি মক্কার শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী, হযরত আবু বকর (রা.)-র শাসনামলেও তিনি মক্কার শাসক ছিলেন এবং তিনি ঐ দিনই মৃত্যুবরণ করেন যেদিন হযরত আবু

বকর (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। অপর এক বর্ণনানুসারে তিনি হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মক্কা থেকে হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার ব্যাপারে উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) ৬ শাওয়াল শনিবার হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং ১০ শাওয়াল হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান। ইবনে কাসীরের মতে, ৫ শাওয়াল যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন তাঁর দুইজন পবিত্র সহধর্মিণী, অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। কতিপয় বর্ণনানুসারে হযরত উম্মে সালামা (রা.) ও হযরত মাইমুনা (রা.) সাথে ছিলেন; কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী হযরত উম্মে সালামা (রা.) ও হযরত যয়নব (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন।

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৯৮-৪৯৯)(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৫০)(সীরাতুনবীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪৫) (আললউল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫১) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৯) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫) (তারিখুল খামিস, ২য় ভাগ, পৃ: ২৮)

মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যসংখ্যা যদিও শত্রুদের তুলনায় কম ছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত সংঘটিত পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল; আর তা কেবল সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বরং অস্ত্র শস্ত্রের দিক থেকেও।

মাগাযী (তথা যুদ্ধাভিযান) বিষয়ক পণ্ডিতরা লেখেন, রসূ লুল্লাহ্(সা.) বারো হাজার মুসলমান সাথে নিয়ে যাত্রার সংকল্প করেন। দশ হাজার সাহাবী যারা মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের জন্য এসেছিলেন, তারা এই যুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গে ছিলেন; আর মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে দুই হাজার লোক তাঁর (সা.) সাথে রওয়ানা হয়। অনেকেই এই সংখ্যা চৌদ্দ হাজারও বলেছেন, কিন্তু বারো হাজারের বর্ণনাই বেশি পাওয়া যায়। মক্কার দুই হাজার নও-মুসলিম অংশ নিয়েছিল। যারা চৌদ্দ হাজার বলে থাকেন, তারা মদীনা থেকে আগত মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজারের পরিবর্তে বারো হাজার বলে থাকেন, কিন্তু মক্কা থেকে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দুই হাজারই বর্ণনা করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩৩-২৩৫) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬৩) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৮)

হুনাইন যাবার পথে যাতু আনওয়াত নামের বড়ো একটি কুল বৃক্ষ ছিল, মুশরিকরা এটিকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করত এবং বিজয়ের শুভ লক্ষণস্বরূপ নিজেদের অস্ত্র এতে ঝুলিয়ে রাখত, আর সেখানে তারা ইতিকাফও করত ও অনেক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করত। (মুসলমান) কাফেলা যখন সেই কুল বৃক্ষের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন মক্কার কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে, আমাদের জন্যও এমন কোনো বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহু আকবার ! তোমরা তো সেই কথাই বললে যেমনটি মূসার জাতি মূসাকে বলেছিল- يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ, 'হে মূসা! তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনই একটি উপাস্য বানিয়ে দাও।' সে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা এক বড়ো অজ্ঞ জাতি।' (আল-আরাফ: ১৩৯)। মহানবী (সা.) বলেন, যে সমস্ত কর্মকাণ্ড তোমরা করছো (এতে মনে হচ্ছে), তোমরাও নিশ্চয় সেই পূর্ববর্তী লোকদের পথই অনুসরণ করবে।

(সুনান তিরমিযি,কিতাবুল ফিতন, হাদীস-২১৮০)

যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, হুনাইনের যুদ্ধে সেই দুই হাজার নবদীক্ষিত মুসলমান যুবকও অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের হৃদয়ে তখনও পর্যন্ত ইসলাম ও ঈমান পুরোপুরি দৃঢ় হয় নি, আর যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ কোনো দক্ষতা ছিল না, এমনকি তারা অস্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমন গুরুত্ব দেয় নি। আর এরাই সে-সকল লোক যাদের কারণে হুনাইনের যুদ্ধে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা সাময়িক উদ্বেগ ও পিছু হটার কারণ হয়েছিল। তেমনিভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা থেকে এমন কিছু লোকও যাত্রা করে যারা মুসলমান ছিল না। কেউ কেউ বাহনে আরোহিত অবস্থায়, আবার কেউ পায়ে হেঁটে যাত্রা করে। এমনকি কতিপয় নারীও যাত্রা করে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল এটি দেখা যে, যুদ্ধের ফলাফল কী হয়। যদি মুসলমানরা বিজয় লাভ করে তাহলে তারা মালে গনিমত (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করবে। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের কোনো দুঃখকষ্টে নিপতিত হওয়া নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের মধ্যে একটি দল কেবলমাত্র মজা দেখার জন্য অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের মধ্যে কিছু মুশরিকও ছিল যারা মুশরিক অবস্থায় অংশগ্রহণ করেছিল।

এই মুশরিকদের সংখ্যা আশির কাছাকাছি বলা হয়ে থাকে। এ কারণে কতিপয় জীবনীকার এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, এটিই সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল যেটিতে মহানবী (সা.) মুশরিকদের নিকট থেকেও সাহায্য নিয়েছেন, অথচ মহানবী (সা.) ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধেই কোনো মুশরিককে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেন নি। কেননা মহানবী (সা.) বলতেন, اِنَّا لَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ অর্থাৎ, আমরা কোনো মুশরিকের কাছে সাহায্য চাই না। কিন্তু তাদের মতে, হুনাইনের যুদ্ধেই তিনি (সা.) প্রথমবার মুশরিকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি (সা.) তাদের নিকট থেকে কোনো সাহায্য নেন নি।

মহানবী (সা.) যেখানে বদরের যুদ্ধেও কোনো মুশরিকের পক্ষ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যখন এক-একজন মানুষের অনেক প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল, সেক্ষেত্রে এখন যখন মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের সংখ্যাধিক্য তাদেরকে অহংকারে নিপতিত করেছিল- তাহলে এখন মুষ্টিমেয় কিছু মুশরিকের সাহায্যের কেন প্রয়োজন পড়বে? অতএব, মহানবী(সা.) কখনও কোনো মুশরিককে সৈন্যদলে অন্ত র্ভু ক্ত করেন নি, আর কখনও কোনো মুশরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যও বলেন নি। বরং জীবনীগ্রন্থ সমূহের বিস্তারিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মক্কার অনেক লোক কেবল যুদ্ধ দেখার জন্য এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। তাদের মনোভাব এরূপ ছিল: মুসলমানরা তো (যুদ্ধে) জয়ী হবেই; চলো, গিয়ে মজা দেখি আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাই! অবশ্য কিছু মুশরিকের দুরভিসন্ধিও ছিল আর তারা দুরভিসন্ধি নিয়েই অংশগ্রহণ করে; যারা মক্কার পরাজয়ের গ্লানি ও অপমান ভুলতে পারছিল না এবং যেভাবে এই লোকেরা মহানবী (সা.)-কে মক্কায় হত্যার বিফল চেষ্টা করেছিল, তারা এখানেও (এই আশায়) এসেছিল যে, শত্রুরা যদি [মহানবী (সা.)-কে] হত্যা করতে না পারে, তবে হতে পারে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমরা পেয়ে যাব এবং নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয় প্রশান্ত করতে পারব। যাহোক, মক্কা থেকে বারো হাজার সৈন্য যাত্রা করে তিন দিনের, আবার কতকের মতে পাঁচ দিনের যাত্রা শেষে তারা হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছায়। পথিমধ্যে কোথাও কোনো ঢাল, তলোয়ার বা সাহাবীদের কোনো সরঞ্জাম (অজ্ঞাতে) পড়ে গেলে আবু সুফিয়ান বিন হারব মহানবী (সা.)-কে বলতেন, আমাকে এই জিনিসটি নেবার অনুমতি দিন, আমি তা তুলে নিচ্ছি; এমনকি এসব সরঞ্জামে তার উট বোঝাই হয়ে যায়।

হযরত সাহল বিন হানযালিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে হঁ াটছিলেন। তারা অনেক দীর্ঘ সফর করেন, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি মহানবী (সা.)- এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করি। সেসময় বাহনে চড়ে একজন এসে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনাদের সামনে সামনে চলছিলাম। আমি অমুক অমুক পাহাড়ে আরোহণ করলে দেখতে পাই, হাওয়াযিনের লোকেরা নিজেদের স্ত্রী-পরিজন, উট, ছাগল এবং গৃহপালিত পশুগুলো নিয়ে সমবেত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) মৃদু হেসে বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ এগুলো মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? হযরত আনাস বিন আবি মারসাদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি (পাহারা) দেবো। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে (ঘোড়ায়) আরোহণ করো। তিনি (রা.) নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, ঐ গিরিপথে যাও। [এ প্রহরা তাঁর (সা.) নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি (সা.) আশপাশের এলাকার খবরাখবর নেওয়ার ও সেখানে পাহাদা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।] (তিনি বলেন,) আর এর উঁচু স্থানে যাও এবং তোমার কারণে যেন (আমরা) রাতে প্রতারিত না হই। অর্থাৎ এমনটি যেন না হয়, তোমার অসাবধানতার কারণে শত্রু (আমাদের ওপর আক্রমণ করে) প্রতারিত করে।

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

পরদিন প্রত্যুষে মহানবী (সা.) তাঁর নামাযের স্থানের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি (সা.) ফজরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করেন; নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হয় এবং মহানবী (সা.) নামায পড়ানো শুরু করেন। তাঁর (সা.) মুখ গিরিপথের দিকে ছিল। তিনি (সা.) নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর বলেন, আনন্দিত হও! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, কেননা তোমাদের অশ্বারোহী (সেই প্রহরী) ফেরত এসেছে।[অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত সেই সাহাবী।] সাহাবীরা (রা.) বলেন, আমরা গিরিপথের গাছপালার দিকে দেখতে থাকি, এমনকি তিনি ফেরত আসেন এবং এসে মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তিনি সালাম দিয়ে বলেন, আমি চলতে চলতে সেই উপত্যকার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাই যেখানে যাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রত্যুষে আমি উভয় উপত্যকায় আরোহণ করে দেখেছি, কিন্তু সেখানে (শত্রুপক্ষের) কাউকে পাই নি। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, রাতে কি তুমি নীচে নেমেছিলে? তিনি বলেন, না; শুধুমাত্র নামায ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য (নীচে নেমেছিলাম)। মহানবী (সা.) সেই সাহাবীকে বলেন, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব বা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তুমি খুবই ভালো দায়িত্ব পালন করেছ। মুশরিকদের গোয়েন্দাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহানবী (সা.) ১০ শাওয়াল মঙ্গলবার এশার সময় হুনাইনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হাওয়াযিন গোত্রের তিন ব্যক্তিকে মালিক বিন অওফ গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করে যেন সে মুসলমানদের সৈন্যবহরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এসে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারে । কিন্তু এই তিনজন যখন ফিরে আসে তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। মালিক বলে, তোমাদের অমঙ্গল হোক! তোমাদের কী হয়েছে? তারা উত্তর দেয়, আমরা ঘোড়ার ওপর সাদা রঙের (কাপড় পরিহিত) মানুষদের দেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম! যুদ্ধ যদি হয়েই যায় তবে আমরা পরিস্থিতি সামলাতে পারব না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা পৃথিবীবাসীর সাথেই যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাখি না, সেখানে উর্ধ্বলোকের অধিবাসীদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবো! আমাদের কথা যদি তুমি শোনো তাহলে বলি, তুমি নিজ জাতিকে নিয়ে ফেরত চলে যাও। মানুষজন যদি সেইচিত্র দেখে যা আমরা দেখে এসেছি, তাহলে তারাও সেভাবে আতঙ্কিত হবে যেভাবে আমরা হয়েছি। সে বলে, তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা সৈন্যদের মাঝে সবচেয়ে ভীতু। সে তাদেরকে এই ভয়ে লুকিয়ে রাখে যেন পুরো সৈন্যবাহিনীতে এই সংবাদ ছড়িয়ে না পড়ে; (তাদেরকে) বাইরে যেতে দেয় নি। আর সে বলে, আমাকে সাহসী ব্যক্তির সন্ধান দাও। সেখানে উপস্থিত সবাই একজনের বিষয়ে একমত হয়ে বলে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী। তখন সে বের হয়, মালিক তাকে প্রেরণ করে। সে-ও দ্রুত ফেরত আসে। সে-ও একইরকম ভীতসন্ত্রস্ত ছিল, যেমনটি তার পূর্বের তিন সঙ্গী ভীত ছিল। সে অর্থাৎ মালিক জিজ্ঞেস করে, তুমি কী দেখেছ? সেই সাহসী ব্যক্তি বলে, আমি এমন সাদা ব্যক্তিদের ডোরাকাটা ঘোড়ার ওপর দেখেছি যে, তাদের দিকে তাকানোরও সাহস কারো নেই। আল্লাহ্‌র কসম! আমার মাঝে এমন ভয় বিরাজ করছে যা তুমি দেখতে পাচ্ছো; আমি তা সামাল দিতে পারছি না। এর চেয়ে ভালো, আমরা এখান থেকে ফেরত যাই। কিন্তু তবুও মালিক বিন অওফ নিজের অভিপ্রায় থেকে বিরত হলো না। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা তাদের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে, জীবনীকারদের বর্ণনানুসারে সেগুলোর দুটি অর্থ হতে পারে। একদলের ধারণা হলো, এসব গোয়েন্দারা ফেরেশতাদের দেখেছে আর তাদেরকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছে। আরেকটি ধারণা হলো, এমনও হতে পারে- তারা যখন মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে তখন এক ঐশী প্রতাপ তাদের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তারা ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩) (গাযওয়ায়ে হুনান, পৃ: ১২৩-১২৫) (দালায়েলুন নবুয়ত,৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৫০১) [দায়েরায়ে মারেফ,সীরাত মহম্ম রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩৫,২৪০] (সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৬) (আললউলুল মাকনুন, এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯মখণ্ড, পৃ: ২৩৫,২৪০)

হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হাওয়াযিনের ওপর আক্রমণ করি আর সে সময়েই সকাল বেলা এক ব্যক্তি উটে চড়ে আসে। আমরা তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে খাবার খাচ্ছিলাম। সেই ব্যক্তি নিজের উটকে বসিয়ে রশি দিয়ে বাঁধে এবং সামনে এসে তাদের সাথে বসে খাবার খায়।[অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে বসে যায়।] অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সে লোকদের সাথে কথা বলতে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, আমরা যথেষ্ট ক্লান্তও ছিলাম, বাহনও কম ছিল। তারপর সেই ব্যক্তি তাদের সাথে কথা বলার পর দ্রুত তার উটের দিকে চলে যায় আর তাড়াতাড়ি সেটির বাঁধন খুলে সেটির ওপর আরোহণ করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখনই মহানবী (সা.) তাকে দেখে ফেলেন এবং বলেন, এই ব্যক্তি গোয়েন্দা, একে ধরো এবং হত্যা করো। বনু আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি উ টের পিঠে চড়ে তার পিছু নেয়। হযরত সালামা বর্ণনা করেন, আমি আমার উটে চড়ে তার পেছন পেছন দৌড়ালাম। তার নিকটে পৌঁছে সামনে থেকে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম। আমি তার উটকে বসালাম। উট যখন তার হাঁটু মাটিতে রাখে তখনই আমি তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি এবং সেই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করি আর সে নীচে পড়ে যায়। আমি তার উট, অস্ত্রশস্ত্র ও সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে নিই এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, তাকে মেরেছে কে? সাহাবীরা (রা.) বলেন, ইবনে আকওয়া। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এসব জিনিসপত্রও তার।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৫১) (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-১৭৫৪) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৬-৩৩৭) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫০-২৫১)

মুসলমানদের বারো হাজার সৈন্যের বিপরীতে শত্রুদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।

হুনাইনের যুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো শত্রুসংখ্যা ত্রিশ হাজার বর্ণনা করা হয়ে থাকে, কখনো বিশ হাজার এবং কখনো চার হাজার। এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো, শত্রুপক্ষের যোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিশ হাজার; আর তাদের স্ত্রী-সন্তানদের যোগ করলেসংখ্যা ত্রিশ হাজার হয়ে যায়। আর মালিক বিন অওফ তার সেনাদলের মাঝ থেকে সবচেয়ে দক্ষ তিরন্দাজদেরবাছাই করে পাহাড়ের ওপর লুকিয়ে রাখে, যারা ওত পেতে বসে ছিল এবং মুসলমানদের ওপর আচমকা একযোগেআক্রমণ করে মুসলমান সেনাদের মাঝে বিক্ষিপ্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল; এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার।

বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফ তার সৈন্যবাহিনী এভাবে সাজিয়েছিল যে, রাতের দুইতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে মালিক বিন অওফ তার সেনাদের কাছে আসে এবং হুনাইন উপত্যকার নির্ধারিতবিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখে। এই উপত্যকা এমন যে, এতে অনেক গিরিপথ ও গিরিখাত ছিল। সেগুলোতে সে সৈন্যদের ছড়িয়ে দেয় আর তারা সেখানে ওত পেতে বসে যায়, যেন তারা মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর একযোগে আকস্মিক আক্রমণ করতে পারে। কাফিরদের সৈন্যবহর এমনভাবে সাজানো ছিল যে, সর্বাগ্রে ছিল তাদের অশ্বারোহী বাহিনী, তাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী, তাদের পেছনে উটের ওপর নারীরা ও তাদের সন্তানেরা, আর তাদের পেছনে অন্যান্য জিনিসপত্র, উট, ভেড়া, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি পশু।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১২) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২২২৯,২৪৬) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৮)

মক্কা থেকে হুনাইন অভিমুখে যাত্রাকালে মহানবী (সা.) বনু সুলাইমের এক হাজার অশ্বারোহীর দলটিকে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে রাখেন এবং সেটির নেতৃত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র ওপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যবাহিনী জিরানা নামক স্থানে পৌঁছালে পরে সেহরীর সময় মহানবী (সা.) সকল সৈন্যকে 'মাইমানা' অর্থাৎ দক্ষিণ সমর, 'মাইসারা' অর্থাৎ উত্তর সমর এবং 'কালব' অর্থাৎ মধ্য-সমরে বিন্যস্ত করেন। মহানবী (সা.) মধ্যবর্তী অংশে ছিলেন। তিনি (সা.) মুহাজির ও আনসারের মাঝে বড়ো পতাকা বণ্টন করেন।

মুহাজিরদের একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) -কে অর্পণ করেন; একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং একটি পতাকা হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে প্রদান করেন। আনসারের মধ্য থেকে খাযরাজ-এর পতাকা হযরত হুবাব বিন মুনযির (রা.)-কে এবং অওস-এর পতাকা হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-কে প্রদান করেন। একইভাবে হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির এবং হযরত কাতাদা বিন নুমান (রা.)-কেও পতাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মহানবী (সা.) বিশটির অধিক ছোটো ছোটো পতাকাও বিভিন্ন দলের মাঝে বণ্টন করেন।

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

হুনাইনের দিন কেউ একজন বলেন, আজকে আমাদের সংখ্যালঘুতার কারণে পরাজিত হতে হবে না , অর্থাৎ আজকে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু এ কথাটি মহানবী (সা.) ভীষণ অপছন্দ করেন। আর পবিত্র কুরআনও এ বিষয়টিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে এভাবে উপস্থাপন করেছে, 'ইয আ'জাবাতকুম কাসরাতুকুম' অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য যখন তোমাদেরকে অহংকারী করে তুলেছিল (আত-তাওবা: ২৫)।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় মুসলমানদের হয়েছিল। তারপর শত্রুপক্ষের শক্তিশালী আক্রমণের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে; আর সাময়িক পরাজয় হয়। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানরা বিরাট জয় লাভ করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হুনাইনের যুদ্ধের বিষয়ে সাধারণত এটি বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী ভোরের অন্ধকারে হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করে, অপরদিকে কাফিরদের সৈন্যরা পূর্বেই উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর তাদের সর্বোত্তম, দক্ষ তিরন্দাজরা সেখানে গিরিপথগুলোতে লুকিয়ে ছিল। মুসলমানরা সে সম্বন্ধে অনবহিত অবস্থায় যখন উপত্যকায় প্রবেশ করে তখন সেই তিরন্দাজরা একযোগে ঝটিকা আক্রমণ করে বসে, যার ফলে মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে আর তারা পেছনে পালাতে থাকে, এমনকি সেখানে কেবল মহানবী (সা.) এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী রয়ে যান। এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বার বার আহ্বান করা হয়, তখন মুসলমান সৈন্যরা ফেরত আসে এবং শত্রুদের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় আর শত্রুরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

(সীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬৪-৭৬৫)

এটি ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সহীহ বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত আছে, সেখানে হুনাইনের যুদ্ধের কিছুটা ভিন্ন বর্ণনা উল্লিখিত আছে।

হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত বারা বিন আযেবের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে অনেক স্থানে রয়েছে, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা বনু হাওয়াযিনের ওপর আক্রমণ করি তখন তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে আর আমরা মালে গনিমত সংগ্রহ করতে শুরু করি। সে সময় তারা আমাদের ওপর তির দ্বারা উপর্যুপরি আক্রমণ শুরু করে, যার দরুন যে-সব যুবকের কাছে আত্মরক্ষার কোনো সরঞ্জাম ছিল না, তারা উলটো ঘুরে পালাতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) সে অবস্থাতেও যুদ্ধের মাঠে অবিচলতার সাথে অবস্থান করেন। বর্ণনাকারী বারা বিন আযেব বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি (সা.) সাদা খচ্চরের ওপরে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেস সেটির লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর তিনি (সা.) এই বাক্য বলছিলেন,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ আমি নবী- এতে কোনো মিথ্যা নেই, আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। বুখারীর এই বর্ণনাটি বাদ দিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে হুনাইনের যুদ্ধে দুটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাধারণভাবে জীবনীকাররা এমনটিই বর্ণনা করে থাকেন। প্রথমত, (শত্রুর) অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া এবং দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হয়ে আক্রমণ করা এবং শত্রুদেরকে পরাস্ত করা। কিন্তু যদি বুখারীর এই বর্ণনাটিকে ভিত্তি ধরা হয় এবং এটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়, তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের তিনটি ধাপ রয়েছে।

প্রথম ধাপে মুসলমান সৈন্যদল নির্বিঘ্নে হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং যে শত্রুদল তাদের সামনে ছিল তারা পিছু হটতে থাকে। আর মুসলমানরা যখন তাদের পিছু হটতে দেখে তখন মুসলমানদের একটি অংশ মালে গনিমত সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যা হয় তা হলো, বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফ তার যে সেরা চার হাজার তিরন্দাজকে গিরিপথে গোপনে মোতায়েন করে রেখেছিল, তারা যখন দেখল মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় প্রবেশ করছে, তখন তারা একযোগে তিরের মাধ্যমে প্রবল আক্রমণ করে বসে। বনু হাওয়াযিন আরবের সেরা তিরন্দাজ ছিল। ভোরের অন্ধকার এবং মুসলিমদের একটি অংশ মালে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত, এবং তাদের মধ্যেও একটি অংশ ছিল মক্কার সেই নওমুসলিমরা, যাদের হৃদয়ে ইসলাম তখনো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং তাদের কাছে ঢাল বা বর্মের মতো আত্মরক্ষার বিশেষ কোনো সরঞ্জামও ছিল না, যা দিয়ে তারা তির থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারত। তাই তিরের এই আকস্মিক আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এসব লোক সেখান থেকে দৌড় দেয়, সাথে তাদের বাহনও ছিল। যখন তারা হঠাৎ পেছনের দিকে দৌড় দেয় তখন সমগ্র বাহিনীতে এক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং উট ও ঘোড়াগুলোও দৌড়াতে শুরু করে; পশুগুলো ভড়কে যায়। গিরিপথ হওয়ার কারণে রাস্তাও সংকীর্ণ ছিল, ফলে পশুগুলো মানুষজনকে পায়ের তলে পিষ্ট করতে থাকে। সেনাবাহিনীর এই হট্টগোলের কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) আহত হয়ে ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যান এবং মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এটিও একটি সীরাতের পুস্তকে লেখা আছে।

তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায় এভাবে সংঘটিত হয় যা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, সেনাবাহিনীর সামনের অংশ পলায়নপর হয়। সর্বপ্রথম বনু সুলাইমের দল পালিয়ে যায়, তাদের পিছু পিছু মক্কার নওমুসলিমরা, তারপর সাধারণ লোকেরাও তাদের পিছু পিছু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং তারা কারো পরোয়া করে নি। আর এত ধুলো উড়ছিল যে, তাদের মধ্যে কেউই হাতের তালু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না।

মহানবী (সা.) যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন- প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর (সা.) অটল অবিচলতা এবং সাহসিকতার কোনো তুলনা নেই। যখন বড়ো বড়ো বীররাও পলায়নপর হতো, তখনো তিনি (সা.) সেখানে এক পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থেকেছেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে বেশি দানশীল ও লোকদের মাঝে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন।

এই হুনাইনের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মহানবী (সা.) নিজের গুটিকয়েক সাহাবীসহ একলা রয়ে যান, আর শত্রুরা তাঁর (সা.) দিকে ধাবিত হয়, সে সময় তিনি (সা.) একাই শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। আর উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করত তখন আমরা রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আশ্রয়ে চলে আসতাম; আর সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে সাহসী মনে করা হতো, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে থাকত।

সেদিন তাঁর (সা.) সাহস ও বীরত্বের মাহাত্ম্য এমন ছিল যে, তিনি যখন একা রয়ে গিয়েছিলেন তখনও তিনি নিজের খচ্চরকে শত্রুদের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সাথেই ছিলাম এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হই নি। যখন লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন রসূলু ল্লাহ্ (সা.) নিজের খচ্চরকে শত্রুদের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে লাগলেন; সে সময় আমি খচ্চরের লাগাম ধরে থামানোর চেষ্টা করতে থাকি যেন সেটি আরো দ্রুতগামী না হয়। আর আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.) রেকাব ধরে রেখেছিলেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত আবু বকর (রা.) যিনি সে সময়েও তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন, তিনি সে সময় খচ্চরের লাগাম ধরে সেটিকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, হে আব্বাস! বৃক্ষের লোকদের ডাকো। অর্থাৎ যারা হুদাইবিয়ার সময় জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারসহ বয়আত করেছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন; তিনি বলেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম, আসহাবুস সামুরা! অর্থাৎ বৃক্ষের লোকেরা কোথায়? তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখন লোকেরা আমার আওয়াজ শুনতে পেলো তখন তারা এমনভাবে পেছন ফিরল যেভাবে গাভী নিজের বাছুরের দিকে ফেরত আসে। আর তারা চিৎকার করে বলতে থাকল, লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত! আর তারা উন্মাদের ন্যায় ফেরত আসেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। বর্ণনা করা হয়, যখন মুসলমান সেনাদল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আর তাদের সংখ্যা চারজন থেকে তিনশ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সংখ্যার পার্থক্যের এটিও কারণ হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর একেবারে কাছে হয়ত মাত্র কয়েকজন ছিলেন আর অন্যরা বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। আর সম্ভবত এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় তিনশ লোক ছিল। অথবা মহানবী (সা.)-এর নিকটে লোকদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কমবেশি হয়ে থাকবে। যে ব্যক্তি তিন অথবা চারজন লোক দেখেছেন তিনি সেই সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দশ-বারোজন দেখেছেন তিনি সেই সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, যিনি এরচেয়ে অধিক সংখ্যক দেখেছেন তিনি সে সংখ্যা বলেছেন। যাহোক , একটি সময় এমনও ছিল যে, তাঁর (সা.) পাশে শুধু কয়েকজন ব্যক্তিই অবশিষ্ট রয়ে যায়।

অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত বারা (রা.)-কে বলে, হে আবু আম্মারা! তুমি কি হুনাইনের দিন পালিয়ে গিয়েছিলে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি, কিন্তু তাঁর (সা.) সাহাবীদের মাঝে ত্বরাপরায়ণ যুবকেরা- যাদের কাছে অস্ত্র ছিল না অথবা খুব অল্প অস্ত্র ছিল, যখন তাদের এমন তিরন্দাজ জাতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যাদের তির ছিল অব্যর্থ, অর্থাৎ হাওয়াযিন ও বনু নসরের দলের সাথে- (তারা

(এরপর শেষের পাতায়.....)

আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ

মূল উর্দু: রফীক আহমদ বেগ, নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান।

সম্মানীয় সভাপতি মহাশয় এবং শ্রোতৃবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল ' আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবা ও হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর আলোকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ।আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বনেন্ধ পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (আল বাকারা: ২৬২)

"এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

(আল বাকারা: ২৬৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন-, আল্লাহ্‌র পথে অর্থসম্পদ ব্যায়কারী কখনও ধ্বংস হয়ে যায় না আর তার কোনও ক্ষতি হয় না। বরং তার সম্পদে প্রভূত উন্নতি দান করা হয়। যেভাবে একটি শস্যদানা মাটিতে বপিত হলে তার সাতটি সিস বের হয় আর প্রত্যেকে শিশে একশটি দানা হলে মোট সাতশটি দানা বের হয়। বরং আল্লাহ্ চাইলে আরও বেশি বের হতে পারে। আর অধুনা বিজ্ঞানের যুগের এটা প্রমাণ হয়েছে যে, একটি দানা থেকে কয়েশ দানা উৎপাদন সম্ভব।

এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে কোনও পুণ্যকর্মে সম্পদ খরচ কর,তবে তোমাদের সম্পদ হ্রাস পাবে না। কখনও বাগান নষ্ট হবে না, কখনও ব্যবসা নষ্ট হবে না আর কোনও ক্ষতির মুখ দেখবে না। বরং প্রত্যেক কাজে অসধারণ বরকত লাভ করবে।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! প্রাথমিক যুগের মোমেনরা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বরকত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে যা সম্পর্কে সংক্ষেপে এই আয়াত দুটিতে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবারা নিজেদের অনন্যসাধারণ কুরবানী ও আত্মত্যাগ এবং পাগলপারা ভালবাসার সেই মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসায় বিলীন ও বিভোর হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। তাঁরা নিজেদের কর্মধারা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সত্যিই আঁ হযরত (সা.)- এর যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমূল্য যুগ ছিল কেননা তাঁরা ছিলেন সেই সব সাহাবা যাঁরা আল্লাহ্ তা'লার আহ্বান এ সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী। আর এইভাবে তাঁরা আ হযরত (সা.)-এর চরণকমলে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

যখন অর্থ সম্পদের কুরবানীর জন্য আহ্বান করা হয়েছে সাহাবারা দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে যা কিছু পেয়েছেন আঁহযরত (সা.)-এর সমীপে তা উপস্থাপন করেছেন। পুণ্যকর্মে তারা একে অপরের প্রতিযোগিতা করতেন। একবার একবার হযরত আবু বাকার (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) বাড়ি থেকে সম্পদ নিয়ে এলে রসুলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, হে উমর! তুমি কি নিয়ে এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এসেছি। অনুরূপভাবে হযরত আবু বাকার (রা.)কেও জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমি আমার বাড়ির সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি আ বাড়িতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের স্মরণ রেখে এসেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এর কাছে খুব সম্পত্তি ছিল। তিনি ভীষণ অভাব অনটনে পরিবারের অন্ন সংস্থান করতেন। কিন্তু এক সময় যখন ইসলামের অর্থ সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল আর যার জন্য চাঁদা দেওয়ার আহ্বান করা হল, তখন যদিও তাঁর কাছে খুব নগণ্য পরিমাণ সম্পদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে ঈমানের উদ্দীপনা ছিল, তাই তিনি ঈমানের তাড়নায় যা কিছু ছিল সবই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন। তাঁর পিতা আঁ হযরত (সা.)এর কাছে অভিযোগের সুরে একথার উল্লেখ করলে আঁ হযরত তাঁকে ডেকে বললেন, খোদা তা'লা তোমার দান গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এখন তোমার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তুমি এটি গ্রহণ কর।

হযরত তালহা (রা.) সতেরো আঠারো বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেন। কিন্তু অর্থসম্পদের কুরবানীর নিরিখেও তিনিও কারো থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না। তাঁর সংকল্প ছিল, যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য নিজের সম্পদ উপস্থাপন করবেন। এই সংকল্পে তিনি আজীবন অবিচল ছিলেন। তবুকের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের মধ্যে কম বেশি সকলকেই অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল। তাই যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য ভীষণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। সেই সময় তিনি এক মোটা অংকের অর্থ উপস্থাপন করেছিলেন, যার দরুন আঁ হযরত (সা.) তাঁকে 'ফায়ায' (অতীব দানশীল) উপাধিতে ভূষিত করেন।

যখন কুরআন করীমের এই আয়াতটি নাযেল হল-

'কিছু মানুষ এমন আছে যারা খোদার সঙ্গে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে'

তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, তালহা, তুমিও সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন আয়াতটি নাযেল হল,

'লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন।'

তখনও তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে বেইরে জা বাগানটি রসুলুল্লাহ (সা.)এর সমীপে নিবেদন করেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ যৌবনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বড় মাপের ব্যবসায়ী এবং অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের মোহ মোটেই ছিল না। বরং সম্পদকে তিনি খোদার রাস্তায় খরচ করেই আনন্দ পেতেন। একবার তাঁর বণিকদল মদিনায় সাতশ উটের পিঠে করে গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসে। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল। মদিনায় এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আঁ হযরত (সা.) বলতেন আব্দুর রহমান বিন অউফ জান্নাতে বুকের উপর ভর করে প্রবেশ করবেন। এই কথাটি হযরত আব্দুর রহমানের কানেও পৌঁছল। তিনি তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই পুরো বাণিজ্য দলটিকে এর পুরো সম্পদ সহ, এমনকি এর গদিগুলিও আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করলাম।

মৃত্যুর সময়ও তিনি পঞ্চাশ হাজার দিনার এবং এক হাজার ঘোড়া খোদার পথে উৎসর্গ করার ওসীয়্যত করে যান। এছাড়াও সেই সময় বদরী সাহাবাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য চারশ দিনার করে ওসীয়ত করেন। বর্ণিত আছে যে, সেই সময় পর্যন্ত এক বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন আর তাঁরা প্রত্যেকেই সানন্দে এই ওসীয়্যত থেকে উপকৃত হন, এমনকি হযরত উসমানও (রা.) এর থেকে অংশ পান।

হযরত উসমান ৩৪ বছর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলমানেরা যখন মদিনায় চলে আসে তখন পানির সংকট চরমে ছিল। বেইরে রওমা নামে কেবল একটিই জলকূপ ছিল যার পানি সুপেয় ছিল। কিন্তু সেটিও ছিল এক ইহুদীর মালিকানায় যে কিনা অর্থের বিনিময়ে পানি বিক্রি করত।অপরদিকে সাহাবাদের আর্থিক সঙ্গতি এমন ছিল না যে অর্থের বিনিময়ে পানি কিনে খাবে। তাই হযরত উসমান (রা.) সেই জলকূপটি সেই ইহুদীর কাছ থেকে কুড়ি হাজার দিরহাম মূল্যে কিনে নিয়ে সকলের জন্য উৎসর্গ করেন।

আঁ হযরত (সা.) যখন তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন তখন মুসলমানদের চরম আর্থিক সংকট চলছিল। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোগাড় করা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছিল। তিনি সাহাবাদেরকে আর্থিক সাহায্যের আহ্বান জানালে হযরত উসমান (রা.) দশ হাজার যোদ্ধাকে নিজের খরচে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন আর তাদের জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও নিজের পয়সায় কিনে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

দিলেন। এছাড়াও এক হাজারউট, সত্তরটি ঘোড়া এবং জরুরী রসদের জন্য নগদএক হাজার দিনার দান করেন।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! আঁ হযরত (সা.)- এর সাহাবাগণের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীয়ারাও অর্থ সম্পদের কুরবানী কোনও ত্রুটি রাখে নি। তারা নিজেদের হৃদয়ের টুকরো যেখানে ইসলামের বিজয়ের জন্য উপস্থাপন করেছে, তেমনি নিজেদের প্রিয়তম বস্তু অর্থাৎ সম্পদ গয়নাগাটিও খোদার পথে অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছে। উম্মুল মোমেনীন হযরত সওদা (রা.) সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেন- দীর্ঘ হাতবিশিষ্ট আমার সঙ্গে জান্নাতে সর্ব প্রথম সাক্ষাত করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সব থেকে বেশি ব্যয়কারী। এর থেকে জানা যায় যে, খোদার পথে ব্যয় করা খোদা এবং তাঁর রসুলে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের কারণ হয়। সুধী শ্রোতৃবর্গ! কুরবানী ও আত্মত্যাগের এই স্পৃহা যতদিন সাহাবা এবং পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের মাঝে ছিল, ততদিন মুসলমানদের উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল আর তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করতে থেকেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের তিনশ বছর পর এক অন্ধকারের যুগ শুরু হয় যা এক হাজার বছর সময়কালে শিখরে পৌছল আর আঁ হযরত (সা.)-এর কথা মত ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকল, কুরবানী তথা আত্মত্যাগের চেতনা বিলুপ্ত হল। প্রকৃত ঈমান পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলে পোঁছে গেল, তখন খোদার করুণাবারি উদ্বেলিত হল আর কুরআন করীমে বর্ণিত স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই মহম্মদী মসীহ ও মাহদীকে পৃথিবীতে পাঠালেন যাঁর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বজনীন বিজয় অবধারিত ছিল। তিনি এমন এক সময় এসেছেন যখন কি না পৃথিবীর সর্বত্র পথভ্রষ্টতা বিরাজ করছিল আর অপশক্তিগুলি ইসলামকে দুর্বল করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছিল। ইসলাম তথা আঁ হযরত (সা.) দ্বারা আনীত ঐশী জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে তারা কোনও কৌশল বাকি রাখে নি। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কাদিয়ানের এক অখ্যাত জনপদে হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং তাঁর প্রতি সব থেকে বেশি দরুদ প্রেরণকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আবির্ভাব হল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দিলেন, আমি তোমার নাম খ্যাতির সহিত পৃথিবীতে প্রসার করব, এমনকি বাদশাহরা পর্যন্ত তোমার পরিধান থেকে আশিস অন্বেষণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের পূর্ণতার জন্য এই সংবাদও দান যে, তোমাকে বিশ্বস্ত ও আত্মনিবেদিত এক পবিত্র জামাতও দান করব। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই সুসংবাদও দান করেন যে, সেই সব লোকেরা তোমার সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমি নিজের পক্ষ থেকে ইলহাম করব।

মুবারক ও জো আব ঈমান লায়া সাহাবা সে মিলা যব মুঝকো পায়া'

অর্থাৎ ধন্য তারা যারা এখন ঈমান এনেছে/ যারা আমাকে পেয়েছে তারা সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)- এর ন্যায় হযরত মৌলানা হাকীম নুরুদ্দীন (রা.), যিনি সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নিজের অসাধারণ নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের কারণে প্রথম খলীফার পদে আসীন হন। তিনি (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন-

'আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত।

আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি সত্যি সত্যি বলছি, আমার যাবতীয় ধনসম্পদ যদি ধর্মের প্রচারে ব্যয় হয় তবে আমার জীবন স্বার্থক হবে। '

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

হযরত মসীহ মওউ (আ.) তাঁর সেবার প্রতি সংবর্ধনা জানিয়ে বলেন'তিনি ইসলামের বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর বৈধ ধন-সম্পদ ব্যয় করে এমন কোন কোন ধর্মীয় সেবা করেছেন , যা আমি সব সময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখি আর ভাবি, এই সব সেবাগুলি যদি আমার দ্বারাও সম্পাদিত হত! ..... আমার পথে ধন-সম্পদ কেন বরং প্রাণ ও সম্মানও উৎসর্গ করে দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন।

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেবের ন্যায় কুরবানী এবং ধর্ম সেবার স্পৃহা পালনকারী অসংখ্য বুজুর্গ ছিলেন, যাদের সকলেরই বাসনা ছিল, যদি তাদের সমস্ত সম্পদ ধন-সম্পদ ধর্মের প্রচারে খরচ হত! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং বলেন-

"আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার জামাতের অন্তত এক লক্ষ মানুষ এমন আছেন যারা আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মশীল। ..... আমি দেখছি আমার জামাত যতটা পুণ্যের কাজে উন্নতি করেছে সেটাওএকটা মোজেজা বা নিদর্শন। হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ মানুষ রয়েছে। তাদেরকে যদি বলা হয়, তোমরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ থেকে ছেড়ে দাও তবে তার তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫০)

তারিখে আহমদীয়াতে এমন আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মীয় কাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব হযরত আকদাসের পদতলে সঁপে দিয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লেখেন- একবার হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর লুধিয়ানায় একটি ইশতেহার ছাপানোর জন্য ৬০ টাকার প্রয়োজন হয়। সেই সময় তাঁর এক সম্মানীয় সাহাবী হযরত মুনশী যাফর আহমদসাহেব (রা.) লুধিয়ানা আসেন। হুযুর (আ.) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন- এই মুহূর্তে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়েছে। আপনার জামাত কি এতটা অর্থের ব্যবস্থা করতে পারবে? তিনি বললেন, হযরত! ইনশাআল্লাহ্ করতে পারবে। আমি গিয়ে টাকা নিয়ে আসছি। তিনি অবিলম্বে কপুরথলা গিয়ে জামাতের কোনও সদস্যকে কিছু না বলেই স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে পাওয়া ষাট টাকা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে পেশ করেন। (আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭)

এই রেওয়ায়েতটি দীর্ঘ। যেহেতু মুনশী যাফর আহমদ সাহেব একা এই সেবাি করেছিলেন, কপুরথলা জামাতের অন্যান্য সদস্যদেরকে এই পুণ্যের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ দেন নি, তাই পরবর্তীকালে এই ঘটনা জানতে পেরে সেই জামাতেরই সদস্য মুনশী আরোড়া খান সাহেব ছয় মাস পর্যন্ত মুনশী যাফর আহমদ সাহেবের প্রতি ক্ষুন্ন থাকেন। এই জন্য যে তিনি তাদেরকে অর্থসম্পদের কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। এরাই ছিলেন সেই সব নিবেদিত প্রাণ সদস্য যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- এর জামাতের সদস্য ছিলেন। হযরত আম্মা জান সৈয়্যদাহ নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর দিল্লীর একটি বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা পরিশোধ করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের আহ্বান করেন তখন হযরত মিঞা শাদি খান সাহেব সিয়ালকোটি বাড়ি চারপাই রেখে বাকি সব কিছু তিনশ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সমস্ত টাকা চাঁদায় দিয়ে দেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেনমিঞা শাদি খান, কাঠের ব্যবসায়ী, সাকিন সিয়ালকোট। সম্প্রতি তিনি একটি কাজে দেড়শ টাকা চাঁদা দিয়েছেন আর এখন এই কাজের জন্য দুশো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেই খোদানির্ভর মানুষ, যার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র দেখা গেলে তা পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন- 'যেহেতু দুর্ভিক্ষের সময়, ব্যবসা বাণিয্যে স্পষ্ট পতন পরিলক্ষিত হচ্ছে,তাই ভাবলাম ধর্মীয় করা ব্যবসা করা শ্রেয়। অতএব, যা কিছু আমার কাছে ছিল সব পাঠিয়ে দিলাম।" বস্তুত তিনি সেই কাজ করেছেন যা হযরত আবু বাকার করেছিলেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, প্রকাশকাল: ২০১৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত ডক্টর খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.) সম্পর্কে বলেন- তিনি অর্থ সম্পদ কুরবানী করার নিরিখে অগ্রনী ছিলেন, এতটাই যে, হযরত সাহেব তাঁকে এই মর্মে লিখিত শংসাপত্র দেন যে আপনার আর কুরবানীর প্রয়োজন নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সেই যুগের কথাও স্মরণ আছে যখন তাঁর

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

গুরদাসপুরে মুকদ্দমা চলছিল আর তাতে অর্থের প্রয়োজন ছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেন, যেহেতু খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে- দুটি জায়গায় লঙ্গার খানা চলছে- একটি কাদিয়ানে অপরটি এখানে। তাছাড়া মুকদ্দমায় খরচ হচ্ছে। অতএব, বন্ধুরা সহায়তার প্রতি দৃষ্টি দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই আবেদনের কথা ডক্টর সাহেবের কানে পৌঁছল। আর ঘটনাক্রমে সেই দিনই তিনি প্রায় ৪৫০ টাকা বেতন পান। তিনি পুরো বেতনের টাকা তৎক্ষণাৎ হযরত সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর এক শুভাকাঙ্খী বললেন, সংসারের প্রয়োজনের জন্যও আপনি কিছু রেখে দিতেন। তিনি উত্তর দিলেন, খোদার মসীহ লিখছেন দ্বীনের জন্য অর্থ প্রয়োজন, তবে আর কোন প্রয়োজনেরজন্য রেখে দিব?"

(আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

অনুরূপভাবে হযরত সাহেবযাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব সম্পর্কে হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব এডভকেট লেখেন, 'হযরত সাহেব যাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব ইয়াসসারনাল কুরআন কায়েদার সংকলক ছিলেন। এই কায়েদাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই যুগে মাসে শয়ে শয়ে টাকা তাঁর উপার্জন ছিল। কিন্তু ধর্মের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অসাধারণ ছিল। তিনি মাসে ত্রিশ টাকা নিজের খরচের জন্য রেখে বাকি অর্থ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর নিকট কুরআন করীমের প্রকাশনা এবং ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৪০ সালের পর যখন মূল্যবৃদ্ধি শুরু হল, তখন তিনি ৪০ টাকা করে রাখতেন। আর বছরে দশ হাজার টাকা ধর্মসেবার জন্য দান করেছেন।"

(মাসিক আনসারুল্লাহ্ পত্রিকা, রাবোয়া, এপ্রিল, ১৯৬৯)

সুধী পাঠকবর্গ! অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে হৃদয়ের ভাবাবেগ দুরে সরিয়ে রেখে খোদার পথে অর্থ সম্পদ ত্যাগ করা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। আহমদীয়াতের ইতিহাসের এর অসংখ্য উদাহরণ জ্বলজ্বল করছে। হযরত কাযি মহম্মদ ইউসুফ সাহেব পেশাওয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

"উজিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার পিতা কাফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গার খানার খরচের জন্য আবেদন করেন। তাঁর কাছেও চিঠি যায়। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে অর্থ পাঠানোর পর লেখেন আমার যুবক ছেলে প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমি তার দাফন ও কাফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিলাম যা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ছেলেকে তার পরনের কাপড়ে দফন করছি।'

(পত্রিকা- জহুরে আহমদ মওউদ, পৃ: ৭০-৭১)

হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি সাহেব (রা.) লেখেন- আমি সেই দৃশ্যটি কখনও ভুলতে পারি না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল মাত্র। একদিন কেউ আমাকে বাইরে থেকে ডাকল।গৃহপরিচারিকা বা কোনও শিশু বলল, বাইরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আপনাকে ডাকছেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখি হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব মরহুম দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। এরপর পকেট থেকে দুই বা তিন পাউন্ড বের করে বললেন, এটা আম্মা জানকে দিয়ে দিবেন আর একথা বলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর ক্রন্দনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছাগল জবাই করা হচ্ছে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম যে তিনি কাঁদছেন কেন? কিন্তু আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম যে তিনি চুপ করলে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইব। তিনি কিছুটা সামলে উঠলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলা, আপনি কাঁদছিলেন কেন? তিনি বললেন, আমি দরিদ্র ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ছুটি পেতাম কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তাম। বহু পথ পায়ে হেঁটেই পার করেছি, যাতে জামাতের সেবার জন্য কিছু অর্থ সাশ্রয় হয়। তবুও দেড়- দুই টাকা খরচ হয়ে যেত। এখানে এসে যখন দেখলাম যে বিত্তবানরা জামাতের সেবায় বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, তখন আমার মনে এই বাসনার উদ্রেক হল যে, আমার কাছেও যদি টাকা থাকত তাহলে আমিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর জন্য রৌপের উপহারের পরিবর্তে স্বর্নের উপহার নিয়ে আসতাম। অবশেষে আমার বেতন কিছুটা বাড়ল। (সেই সময় সম্ভবত তাঁর বেতন কুড়ি পচিশ টাকা ছিল) আমি প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করতে শুরু করলাম। আমি সংকল্প করেছিলাম যে সঞ্চিত অর্থ আমার কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছে গেলে তাকে পাউন্ডে বদলে নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সমীপে উপস্থাপন করব। আর পাউন্ড আমার কাছে জমা হলে..... এইটুকু বলেই তিনি পুনরায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতেই বললেন- আমার কাছে যখন পাউন্ড জমা হয়ে গেল তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যু এসে উপস্থিত হল।

এই নিষ্ঠা কি অসাধারণ নমুনা ছিল। এক বক্তি যে চাঁদাও দেয়, কুরবানীও করে, মাসে একবার দুইবার নয় বরং তিন বার জুমা পড়তে কাদিয়ান পৌঁছে যায়, জামাতের পত্রিকা এবং বইপুস্তকও কেনে, সামান্য বেতন হওয়া সত্ত্বেও, অথচ আজকের দিনে অনেক বেশি বেতন হওয়া সত্ত্বেও সেই কুরবানীর এক দশমাংশ বা এক বিংশাংশও কুরবানী করে না- তার মনে এই ধারণার উদ্রেক হচ্ছে যে, ধনীরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিচ্ছে, সেখানে আমি কেন পিছিয়ে থাকব? তাই তিনি যৎসামান্য বেতন পেয়েও তিলে তিলে সঞ্চয় করতে থাকেন। সেই যুগে তিনি ও তার পরিবার যে কি অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছে তা বোঝা দুষ্কর। এর কেবল একটাই কারণ ছিল, উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া। কিন্তু যখন তার বাসনা পূর্ণ হওয়ার সময় এল, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা তাঁকে তাঁর কাঙ্খিত সুখানুভব থেকে বঞ্চিত করল।

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেনআমার এমনই একজন আন্তরিক বন্ধু হলেন মৌলবী মহম্মদ আহসান সাহেব আমরোহি, যিনি জামাতের সমর্থনে উৎকৃষ্ট মানের পুস্তকাবলী রচনায় ব্যস্ত থাকেন। আর সাহেবযাদা পীর জি সিরাজুল হক সাহেব হাজার হাজার হাজার মুরীদদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে এসে দরবেশসুলভ জীবনযাপনকে বরণ করেছেন আর মিঞা আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানোরী এবং মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেব ঝিলমি এবং মৌলবী মুবারক আলি সাহেব সিয়ালকোটি এবং কাযি যিয়াউদ্দীন সাহেব কাযি কোটি এবং মুনশী চৌধরী নবী বখশ সাহেব বাটালা জেলা গুরদাসপুর এবং মুনশী জালালুদ্দীন সাহেব বিলানী ও প্রমুখরা নিজেদের সাধ্যমত সেবারত আছেন। আমি জামাতের প্রতি ভালবাসা এবং নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হয়েছি, কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, যেমন মিঞা জামালুদ্দীন এবং খায়রুদ্দীন এবং ইমামুদ্দীন কাশ্মীরি আমার পাশের গ্রামেরই বাসিন্দা। এই তিন হতদরিদ্র ভাইয়েরাও, যারা হয়তো প্রত্যহ তিন আনা বা চার আনার বিনিময়ে দিনমজুরের কাজ করেন, তারাও অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের বন্ধু মিঞা আব্দুল আযিজ পটওয়ারীর নিষ্ঠাও দেখেও আমি আশ্চর্য হই। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও একদিন একশ টাকা দিয়ে গেল আর বলে গেল আমি চাই এই টাকা খোদার রাস্তায় খরচ হোক। এই একশ টাকা সেই হতদরিদ্র হয়তো কয়েক বছরে সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বয়ং খোদা তা'লাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।"

(আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের। ষাটের দশকে লন্ডন মিশন হাউসে এই প্রস্তাবনা রাখা হয় যে, জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বর্তমান কেন্দ্রের দুটি ভবনকে (যেগুলি অনেক পুরোনো হয়ে পড়েছিল) ভেঙে একটি বড় কমপ্লেক্স তৈরী করা হোক, যার মধ্যে থাকবে একটি বড় হলঘর, অফিস কক্ষ, দুটি বাসভবন এবং ছোট থাকার মত ফ্ল্যাট। এই নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সেই সময় যে খরচ ধরা হয়েছিল তা ছিল প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড যা জামাতের কাছে ছিল না। অনেক চিন্তাভাবনা এবং চেষ্টার পরও যখন কোনও উপায় বের হল না, তখন হযরত চৌধরী সাহেবের কাছে আবেদন করা হয়, 'আপনি কি এই অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? পরে আপনাকে কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া হবে।' তিনি সম্মত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

হন। কুরআনী শিক্ষা অনুসারে এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি প্রস্তাব করা হয় যাতে উল্লেখ করা হয় যে চৌধুরী সাহেব জামাতকে এক লক্ষ পাউন্ড দিবেন আর জামাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। এক সন্ধ্যায় চুক্তির প্রস্তাবিত খসড়া চৌধরী সাহেবকে দেওয়া হল। তিনি জানালেন, আমি ভাল করে চিন্তাভাবনা করার পর আগামী কাল এতে সই করে দিয়ে দিব।

পরের দিন সকালে চৌধরী সাহেব বললেন, আমি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি এবং সততার সঙ্গে ভেবে দেখেছি। আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলল, জাফরুল্লাহ্ খান! আজ তুমি যা কিছু হয়েছ তা আহমদীয়াতের দৌলতেই। তুমি যা কিছু পেয়েছ তা এই আহমদীয়াতেরই দান। তুমি কি এখন সেই উপকারী জামাতকে কিছু অর্থ ফেরতযোগ্য ঋণ হিসেবে দিতে চাইছ? আমার অন্তরাত্মাকে আমাকে প্রবল ধিক্কার জানাল আর আমি আমার সিদ্ধান্তে যারপরনায় লজ্জিত হলাম আর ইসতেগফার করলাম। সেই মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, প্রয়োজনীয় অর্থ আমি ঋণ হিসেবে নয় বরং এক বিনম্র দান হিসেবে জামাতের জন্য উপস্থাপন করব। তিনি বলেন, তিনি চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে এক লক্ষ পাউণ্ডের একটি চেক জামাতের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস ছাড়া অন্য কারো কাছে তাঁর জীবদ্দশায় এই দানের বিষয়ে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। কুরবানী, বিনয় এবং নিষ্ঠার কি অনন্য দৃষ্টান্ত!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মাঝে অর্থসম্পদের কুরবানীর স্পৃহা এমন মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যে তা নিত্যনতুন পন্থায় প্রকাশ পাচ্ছিল। একটি ছোট্ট উদাহরণ উপস্থাপন করছি যাতে কুরবানীর জন্য অপার আবেগ উপচে পড়তে দেখা যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী ছিলেন সাঁঈ দিওয়ান শাহ সাহেব তাঁর বার বার কাদিয়ান আগমণের হেতু বর্ণনা করে বলেন'আমি যেহেতু দারিদ্রক্লিষ্ট, চাঁদা তো দিতে পারি না, তাই কাদিয়ান যাই যাতে অতিথিশালার খাট হয়ে আসি আর এভাবে আমার মাথা থেকে চাঁদা শোধ হয়ে যায়।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৯)

হযরত বাবু ফকির আলি সাহেব অমৃতসরে ছিলেন। এমতাবস্থায় হুযুরের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়কারীরা সেখানে পোঁছে যান। তাঁর কাছে নগদ টাকা তো ছিল না, পাত্রে আধ শের মত আটা ছিল। তিনি সেটুকুই দিয়ে দেন আর সারা রাত্রি তাঁর পরিবার অভুক্ত কাটিয়ে দেয়। অর্থ সম্পদের কুরবানীর ক্ষেত্রে হযরত মহম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ যে অধ্যায় রচনা করেছিলেন, ধর্মীয় জগতে তার নজির পাওয়া যায় না। আঁ হযরত (সা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবাগণ অর্থসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করেছেন যা আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের বিশিষ্ট মর্যদায় ভূষিত করেছেন। কি অসাধারণ মহিমা সেই সব পবিত্রসত্তাদের যাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন

"আমার সাহাবারা নক্ষত্র সদৃশ। তোমরা তাদের মধ্যে যে কোনও কাউকে অনুসরণ করবে হিদায়াত লাভ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নেন যাতে এর বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করে।

(আত তওবা-১১২)

যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, নিজের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যায় সে নিশ্চয় নিজের গন্তব্য পেয়ে গেছে। এই আয়াতেরই শেষ ভাগে আল্লাহ্ তা'লা অর্থসম্পদের কুরবানী উপস্থাপনকারী যোদ্ধাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় সুসংবাদ দিয়েছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির লাভের জন্য নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে উপার্জিত অর্থ কুরবানী কর, আমি তোমাদেরকে বলছি

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আমাদের দয়ালু খোদার আমাদের উপর কতবড় অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দান করেছেন, অর্থ উপার্জনের শক্তি ও সামর্থ দান করেছেন। আর তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহে উপার্জিত অর্থের কিয়দাংশ যখন তাঁর জন্যই খরচ করা হয় তখন খোদা তা'লা, যিনি আমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি এতটাই খুশি হন যে, আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। একজন মোমেনের জন্য এর থেকে বড় প্রাপ্তি ও সফলতা আর কি হতে পারে? হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন-

'ইয়ে যার ও মাল তো দুনিয়া মেঁ হি রহ যায়েঙ্গে।

হশর কে রোয জো কাম আয়ে ওহ যার প্যায়দা কার।

অর্থ: এই ধন-সম্পদ তো পৃথিবীতেই থেকে যাবে। সেই সম্পদ তৈরী কর যা বিচার দিবসে কাজে আসবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- "এটা স্পষ্ট যে, তোমরা দুটি জিনিসকে ভালবাসতে পার না। যুগপৎ সম্পদকেও ভালবাসবে আর খোদাকেও ভালবাসবে- এটা সম্ভব নয়। কেবল একটি জিনিসকে ভালবাসতে পার। অতএব, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে খোদাকে ভালবাসে। আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তবে আমার বিশ্বাস, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দেওয়া হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না। বরং খোদার ইচ্ছায় আসে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

তিনি আরও বলেন- "প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সেলসেলার খেদমত করে।..... প্রত্যেক বয়াত গ্রহণকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, যেন খোদাতালাও তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছিতে থাকে- তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহায্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকিয়া আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সমুদয়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড১৯, পৃ: ৮৩)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন- "এই যুগ, যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ, এতে একটি জিহাদও রয়েছে যা হল অর্থ সম্পদের জিহাদ। কেননা এটি ছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষায় বই-পুস্তক প্রকাশিত হতে পারবে না। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ, সেগুলিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে দেওয়া, মিশন হাউস নির্মাণ, মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম প্রস্তুত করা, তাদেরকে বিভিন্ন জামাতে পাঠানো, মসজি নির্মাণ- এগুলি কিছুই হত না। এছাড়া স্কুল, কলেজের মাধ্যমে দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, হাসপাতালের মাধ্যমে আর্ত মানবতার সেবাও করা যেত না। সুতরাং, যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীর প্রতি প্রান্তের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পোঁছে যায় এবং হতদরিদ্রদের অভাব মোচন হয়, ততদিন অর্থ-সম্পদ কুরবানী করার এই জিহাদ অব্যাহত থাকবে আর নিজের নিজের সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। "

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত,৩১শে মার্চ, ২০০৬)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন

সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা) শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে।

(আততাবাগুন:১৭)

এই আয়াতে আমাদেরকে নিজেদের হিতার্থে ব্যয় করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। খোদা তা'লা গনী, তাঁর কোনও ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার) -এর ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিন আর এর পরিণামে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানীর আশিস ও কল্যাণের অধিকারী করুন। আমীন।

******

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

মহান আল্লাহ্র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার চিঠিটি জামাত আহমদীয়া কাবাবীর এর ন্যাশনাল সদর সাহেব এক সাক্ষাতের সময় পোপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এখন নতুন পোপকে আমি সাধুবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছি এবং পুনরায় একই বার্তা তাঁকে দিয়েছি। অর্থাৎ আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা সব সময় সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে যে কেউ ডাকুক না কেন, যে কেউ চেষ্টা করবে, মানবজাতির সেবার জন্য যে-ই আহ্বান করবে আমার এর জন্য প্রস্তুত।

মসজিদ বায়তুর রহমান এর প্রতিবেশি টাউন ওলাকাও এর মেয়র আন্টোনিও রোপেরো বলেন, মসজিদের জন্য এই জায়গাটির নির্বাচন করার জন্য আমি খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কমিউনিটি ভালবাসার বাণীর প্রসার করছে। এখন আমরা ইসলামকে আরও ভালভাবে জানতে পারব। মেয়র সাহেব হুযুর আনোয়ারকে মসজিদ নির্মাণ হওয়ার জন্য সাধুবাদ জানান।

মসজিদ বায়তুর রহমান যে এলাকায় অবস্থিত সেই পোবলা ডে ভাল্লোবনা এর মহিলা মেয়র নিবেদন করেন, আমরা এখানে জামাতের সঙ্গে একবছর ধরে অবস্থান করছি। শুরুর দিকে আমাদের মনে আতঙ্ক ছিল আর বিরোধিতাও ছিল। এরপর আহমদীদের উন্নত আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তারা নিজেদের মসজিদের পরিকল্পনা দেখাল, এইভাবে আমাদের সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এখন এই মফসসলের সকলেই খুব ভাল। কোন সমস্যা নেই। আমরা প্রতিবেশীরা একে অপরকে পছন্দ করি আর মিলে মিশে থাকি।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আশা করি ভবিষ্যতেও কোন সমস্যা হবে না। আমি মেয়র সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাইয়ে দিতে অনেক সাহায্য করেছেন আর এই কাজে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এখানকার কাউন্সিল এবং প্রতিবেশীদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছে।

আমরা সকলে একত্রে কাজ করতে চাই আর আমরা সমাজে সমন্বিত হয়ে গেছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য সাহায্যকারী প্রমাণিত হব। পুলিশ কর্মকর্তারাও এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য অনুরূপভাবে সাহায্যকারী প্রমাণিত হতে পারি। যেমন- এলাকার মানুষ যদি পুলিশকে সাহায্য করে, মানুষজন ভাল হয়, তাদের পক্ষ থেকে কোন সমস্যা না হয়, অপরাধ না হয় তবে পুলিশের কাজও সহজ হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশের সাহায্য করা যেতে পারে।

ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের পার্লামেন্টের সদর ডি জুয়ান কোটিনো বলেন, আমি আজকের অনুষ্ঠানে অনেক আনন্দসহকারে আসতে চাইছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল সেই সব মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করার যারা শান্তির বিষয়ে কাজ করছে। আমি খলীফাতুল মসীহ আল খামিসকে এখানে ভ্যালেনসিয়ায় স্বাগত জানাই এবং এই প্রদেশের এই স্থানটিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করার জন্য সাধুবাদ জানাই।

পার্লামেন্টের সদর সাহেব বলেন, তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি যে নিজের ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখে। ধর্মই মানুষকে খোদা তা'লার দিকে নিয়ে যায় এবং খোদার সঙ্গে মিলিত করে। এবং মানবতার সেবার তৌফিক দান করে। খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের কারণে, ধর্মের কারণে আপনি মানবতার সেবা করে থাকেন।

আমরা এই বার্তাই দিতে চাই যে, বিভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু আমার মতে, এগুলো তাদের জন্য নিশ্চয় কষ্টদায়ক ছিল না। অন্তত আমি এই এলাকায় কোন ধরণের নোংরা ও আবর্জনা দেখি নি। তবে হ্যাঁ, এই কয়দিনে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আবর্জনা সংগ্রহকারী ট্রাকগুলিকে কিছুটা বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে হয়তো এর জন্যও আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সত্যিকার মুসলমানকে ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, পরিচ্ছন্নতা তার ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার আদেশই দেওয়া হয় নি, বরং অভ্যন্তরীণভাবেও পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নতুন বছরের শুরুতে যখন অধিকাংশ মানুষ নতুন বছরে সারারাত জুড়ে পার্টি করে,আমরা তখন স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাটগুলি পরিস্কার করতে সাহায্য করি এবং প্রশাসনকে জনবল দিয়ে থাকি যাতে তারা পার্টির পরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারে। আমরা এটা এজন্য করি যে, আমাদের ধর্ম আমাদেরকে এমনটি করার আদেশ দিয়েছে। প্রতিবেশীদের সাহায্য করা এবং তাদের যেন কোন বিষয়ে কোনও প্রকার কষ্ট না হয় তা সুনিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রসুল করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ক্রমাগতভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করার এবং তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, আমাকে এ বিষয়ে এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হয়তো সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন। তাই প্রতিবেশীদের বিষয়ে যত্নবান থাকার এতটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্পেনিশ জাতির মানুষের আরও একটি গুণ রয়েছে যেটির আমি অনেক প্রশংসা করে থাকি। তারা পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। স্পেনিশ মহিলারা ঘরবাড়ি পরিস্কার রাখে এমনকি নিজেদের বাড়ির বাইরে রাস্তাও পরিস্কার করে। এখানে যাওয়ার সময় আমি নিজে মহিলাদেরকে বাড়ির সামনের অংশটুকু পরিস্কার করতে দেখেছি।

হুযর আনোয়ার বলে: এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মসজিদ নির্মাণের পর এই অঞ্চলের মানুষের মনে পরিচ্ছন্নতার মান ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে হয়তো কিছুটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।কিন্তু আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা আপনাদেরকে অভিযোগ করার সুযোগ দিব না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতিবেশীদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই আমি এটাও বলে দিতে চাই যে, প্রতিবেশীদের সংজ্ঞা কি? কেবল আপনার গৃহ সংলগ্ন গৃহটিই আপনার প্রতিবেশী নয়, বরং উভয় দিক থেকে একশটি গৃহ পর্যন্ত দূরত্বের বাসিন্দরা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে বিবেচিত হবে। ট্রেন, কার বা বাসে আপনার সফর সঙ্গীরাও আপনার প্রতিবেশী। এমনকি আপনার সহকর্মীও আপনার প্রতিবেশী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা অনেক ব্যপক ও বিস্তৃত।আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, আমরা এমন কোন কাজ করব না যার কারণে প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়। তাই আমরা এখানে আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আসি নি, আপনার সেবার জন্য আমরা এসেছি। আমরা নিজেদের কমিউনিটিকে আপনাদের অংশ বানিয়ে নিতে এসেছি। আপনাদের কাজকর্মে সহযোগিতা করতে এবং আপনাদের সঙ্গে হেসেখেলে বসবাস করতে এসেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ জামাত আহমদীয়া দুশটির বেশি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যেখানেই যাই, সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এর বাণী প্রচার করি। আমরা সকলকে এই বাণীই পোঁছে দিই যাতে মানুষের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাও সম্পর্ক থাকে। আমাদের কোন কর্মই যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। রসুল করীম (সা.) এর হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মানুষ নিরাপদ থাকে। তাই আমরা সকল আহমদী এই শিক্ষামালা অনুসারে চলার চেষ্টা করি।অর্থাৎ বর্ণ জাতি ও ধর্মের উর্দ্ধে মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম আমাদের শিক্ষা দেয়, যে আমাদের কেবল খোদা তা'লার অধিকারই প্রদান করলে চলবে না, বরং মানুষের অধিকারও প্রদান করা উচিত। সমস্ত বিষয়ে আমাদের সত্যিকার ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা অন্যায় করে আপনারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (আলে ইমরান:৬০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 02 Oct, 2025 Issue No.40

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল।) তারা ক্রমাগত তিরনিক্ষেপ করছিল আর তাদের তির খুব অল্পই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। সে সময় রসূলু ল্লাহ্ (সা.) শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সাদা খচ্চরের ওপর আরোহিত ছিলেন আর আবু সুফিয়ান বিন হারেস সেটিকে চালাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) নামেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য কামনা করেন এবং বলেন,

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ আমি নবী– একথা মোটেও মিথ্যা নয়; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

আয়াস বিন সালামা নিজ পিতা সালামা বিন আকওয়ার বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই তখন আগে অগ্রসর হয়ে আমি একটি পাহাড়ে উঠে পড়ি। সেখানে আমি শত্রুপক্ষের একজনের মুখোমুখি হই। আমি তাকে তির মারলে সে লুকিয়ে পড়ে। আমি জানি না, তার পরিণাম কী হয়েছে। আমি দেখতে পেলাম, মানুষ অন্য এক গিরিপথ থেকে বের হয়ে আসছে। তাদের এবং মহানবী (সা.)–এর সাহাবীদের মাঝে যুদ্ধ হলো। মহানবী (সা.)–এর সাহাবীরা পিছু হটেন, আমিও পলায়নপরহলাম। আমার গায়ে দুটি চাদর ছিল, একটি আমি বেঁধে রেখেছিলাম এবং অন্যটি আমি গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলাম। আমার চাদর খুলতে শুরু করলে দুটিকে একত্রিত করে নিলাম এবং পিছু হটতে হটতে মহানবী (সা.)–এর সামনে দিয়ে চলে আসলাম। তিনি (সা.) সাদা–কালো রঙের একটি খচ্চরের উপর বসে ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আকওয়ার পুত্র কি কোনো বিপদ দেখতে পেয়েছে?

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪৩১৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস–২৯৩০) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস–১৭৭৭,১৭৭৬,১৭৭৫) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস–২৭৭২) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.),৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩–২৫৫] (মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৯–১৯০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৩)

সে এভাবে দৌড়ে পিছু হটছে কেন?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হুনাইনের যুদ্ধে (শত্রুপক্ষের) তিরের আক্রমণের মুখে পালানোর ঘটনাটির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের তিরের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন মুসলমান সৈন্যদল পিছু হটে, তখন তিনি (সা.) কেবল গুটিকয়েক সাহাবীকে সাথে নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যান। শত্রুদের তীব্র আক্রমণ দেখে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) থামাতে চান। তিনি (রা.) এগিয়ে গিয়ে মহানবী (সা.) –এর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, আমার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) এই পঙ্‌ক্তি পড়তে পড়তে এগিয়ে যান,

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ আমি খোদার নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

তাঁর (সা.) এই কথা বলা যে, 'আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র'– এর ব্যাখ্যা হলো, এই মুহূর্তে শত্রুদের আক্রমণ এত তীব্র যে, তাদের চার হাজার তিরন্দাজ বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করছে। এমতাবস্থায় আমার এগিয়ে যাওয়া মানবীয় সামর্থ্যের বাইরে ও অনেক উর্ধ্বে মনে হতে পারে। কিন্তু এতে করে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে আর এটা ভাবতে শুরু না করে যে, আমার মাঝে ঐশ্বরিক শক্তি আছে। আমি তো আব্দুল মুত্তালিবেরই পুত্র আর একজন মানুষ। আমার সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য কেবল আমার নবী হওয়ার কারণেই রয়েছে।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–১৯, পৃ: ৪৭)

(যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) সবাই পালিয়ে যায় নি; এ সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম নববী লিখেছেন, সবাই পালিয়ে যায় নি। বরং মক্কার সহানুভূতি প্রাপ্ত নওমুসলিমদের মধ্য হতে মুনাফিকরা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মক্কার অন্যান্য লোকেরা, যারা তখনও মুসলমান হয় নি– তারা পালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। আর শত্রুপক্ষের একযোগে তির নিক্ষেপের কারণে এই আকস্মিক পরাজয় ঘটেছিল।

(আল মিনহাজ, শারাহ মুসলিম, প্রণেতা–আল্লামা নাওদি, পৃ: ১৩৭৪)

যাইহোক, ইমাম নববীর এ কথা সঠিক যে, ভয়ভীতির কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী সবাই মুসলমান ছিল না; অর্থাৎ সবাই পালিয়ে যায় নি। কেবল মক্কার নওমুসলিমরা এরূপ ছিল এবং তাদের মধ্যে একটি দল সেসব মানুষেরও ছিল, যারা মন থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। তারা তো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে বা শুধুমাত্র তামাশা বা মজা দেখার জন্য অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য যে, তাদের পলায়নের কারণে এবং প্রচণ্ড তির বর্ষণের কারণে অন্য মুসলমানদের বাহনগুলো ভয়ে চমকে গিয়েছিল এবং সেই বাহনগুলো সে–সব মুসলমানদের নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ এভাবেই পিছু হটেছিল যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পিছু হটেন নি, বরং ভীতবিহ্বল বাহনগুলোর কারণে পেছনে চলে গিয়েছিলেন; যার ফলে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মুসলমানরাও কিছুক্ষণের জন্য অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। যা–ই হোক, এর আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

আজ থেকে জার্মানির সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানে অংশগ্রহণকারী সকলের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জলসার উদ্দেশ্যাবলি পূরণের তৌফিক দান করেন এবং শুধু এক মেলা মনে করে যেন এখানে তারা সমবেত না হন; বরং এই দিনগুলোতে নিজেদের জ্ঞানগত, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্থায়ী অগ্রগতি করার জন্য অঙ্গীকার করুন, আর এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এই দিনগুলোতে বিশেষ করে যিকরে ইলাহী ও দোয়ার মাঝে সময় অতিবাহিত করুন। নিজেদের এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেমন দোয়া করবেন, তেমনিভাবে জামা'তের উন্নতি ও প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীর দুষ্কৃতি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভের এবং তাদের এই দুষ্কৃতির অবসানের জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানে প্রতিদিন কোনো না কোনো কষ্টকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই বিরুদ্ধবাদীদের ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। সার্বিকভাবে পুরো বিশ্বের শান্তির জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবী বাসী তাদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংসের আরো নিকটবর্তী হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ভয়াবহ ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন।

ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন। ইসরাঈলী সরকার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। মনে হচ্ছে, তারা ফিলিস্তিনীদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। নিরপরাধ শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও নিরপরাধ মানুষজনের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সর্বত্র গণহত্যা চলছে। এখন তো কোনো কোনো জাগতিক রাজনীতিবিদ ও সরকারও কিছু আওয়াজ তুলছে যে, এগুলো অন্যায়! বন্ধ করো এসব! কিন্তু ইসরাঈলী সরকার তাদের কথা শুনতে রাজি নয়। ধনসম্পদ ও ক্ষমতার নেশা তাদেরকে, আমেরিকাকে ও তাদের সমমনাদেরকে অহংকার ও অত্যাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও কিছু করছে না। যদি তারা কিছু করতে না–ই পারে, তাহলে অন্তত নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনেই মাথা নত করুক, যেন আল্লাহ্ তা'লাই তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। হায়, তাদের যদি অন্তত এতটুকু বোধোদয় হতো! তেমনিভাবে অনেক মুসলমানও অপর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এসব অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখু ন।

আজ এটি আমাদের আহমদীদেরই দায়িত্ব– যেসব স্থানে সাধ্যে কুলোয়, এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন সরব হয়, এবং বিশেষ করে দোয়া করে ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করে; আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এরূপ করার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত–এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান–এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir